অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থভাগ | ১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৭৮ সাল। ২৯ জুন ১৮৭১ খৃঃঅব্দ | ২০ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আমাদিগকে একজন লিখিয়াছেন যে চাকদহার ডাকের গাড়ীতে এক্ষণ বিস্তর লভ্য হইতেছে অতএব গাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের উচিত যে যাত্রী দিগের গমনাগমনের সুবিধার উপর একটু দৃষ্টি রাখেন। তাহার বিবেচনায় গাড়ী গুলি আর একটু বড় ও পরিস্কার করা কর্ত্তব্য গতির দ্রুততা বৃদ্ধি করিয়া অন্ততঃ বনগ্রামে এক কোয়াটর কি অর্দ্ধ ঘণ্টা গাড়ী রাখা কর্ত্তব্য। যাত্রী গণ অনেক সময় কিছু মাত্র আহার না করিয়া চাকদহা হইতে রওনা হন সুতরাং যশোহর আসিয়া আহার করিতে তাহাদের সারাদিন উপবাস করিতে হয়। আমরা জানি গাড়ীর প্রোপ্রাইটর বাবু গঙ্গাচরণ ঘোষের এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে এবং তিনি পারত পক্ষে যাত্রী গণের সুবিধার ত্রুটী করেন না যাহা হউক আমাদের পত্র প্রেরক যে কয়েকটি সুবিধার বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রতি গঙ্গা[illegible] বাবুর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

রাস্তা ও ঘাটের টোল সংগৃহীত টাকা গুলি দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার হয় আমরা এই নিমিত্ত ইহা কর্ত্তৃক বিস্তর অত্যাচার হওয়া সত্বেও বরাবরি উহার সপক্ষতা করিয়া থাকি কিন্তু সকল অত্যাচারের একটি সীমা আছে যশোহরের প্রায় চারি দিকে এক একটী গেট আছে। সহর হইতে পাল্কি কি গাড়ীতে বাহির হইতে হইলেই টোল দিতে হইত বিশেষতঃ দড়া টানার ঘাটের উপরে একটী গেট আছে এবং উহার ওপারে দাতব্য চিকিৎসালয়। লোকের পক্ষে সুতরাং ভারি অসুবিধা ছিল। সহরের উপর হইতে এই নিমিত্ত টোল উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত জন কয়েক যত্নশীল হন এবং তাহাদের যত্নে নিয়ম হয় যে যাহার মিউনিসিপেল ট্যাক্স দেয় তাহাদের গেটের ওপারে গেলে টোল লাগিবে না। আমরা শুনিলাম যশোহরের টোল সংগ্রহ কেরা সম্প্রতি আর একটী অত্যাচার করিতেছে। গেটের এক মাইলের মধ্যে পাল্কি কি গাড়ী গেলে তাহারা টোল লয়। এটী নাকি তাহারা মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা মত করিয়া থাকে। এটি কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না সত্য হইলে ইহার প্রতিকার করা অতি কর্ত্তব্য ফল হাস খালি ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে একটি টোল ছিল এবং তাহা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইত কিন্তু উহাও লোকের গাড়ী ভাড়া অনেক পড়ে বলিয়া সেটি উঠিয়া গিয়াছে যশোহরের বুকের উপর টোল বসায় তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অত্যাচার হয় সুতরাং এটিও উঠান কর্ত্তব্য।

যশোহর চারি জন মনুষ্যের ফাঁসি হইবার হুকুম হইয়াছে। ইহারা চারি জনই মুসলমান। মাতার অসৎচরিত্র বিধায় তাহার দুইটী সন্তান ও দেবর তাহাকে বধ করে! অপর এক জন তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে। শেষোক্ত ব্যক্তি আমরা শুনিলাম এরূপ বলিতেছে। তাহার শ্বাশুড়ী দুশ্চরিত্রা এবং তাহাকে সে এক দিন তিরস্কার করে এবং তাহার স্ত্রী সেই গ্লানিতে গলায় দড়ি দিয়া মরে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিলে গ্রাম বাসি সকলে তাহারে ডাকিয়া বলে যে তাহার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে প্রকাশ হইলে পুলিশ তাহাকে এবং গ্রাম বাসীদিগকে উচ্ছিন্ন দিবে এবং এই নিমিত্ত তাহারা পরামর্শ দেয় যে সে তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়াছে বলিয়া পুলিশে এজাহার দেয় এবং ইহার নিমিত্ত যদি তাহার কিছু শাস্তি হয় তবে গ্রাম বাসীরা তাহাকে আপীল করিয়া খালাস করিবে। আমরা ইংরেজি গ্রন্থে নিরপরাধি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করার বিষয় পড়িয়াছি ইংলণ্ড হইতে এদেশে বিচার প্রণালী অনেক অপকৃষ্ট সুতরাং এদেশে প্রাণ দণ্ড দেওয়ার পুর্ব্বে তাদের [illegible] তাও অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

যশোহরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র দিগের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক সামান্য অবস্থা পন্ন ব্যক্তির পুত্রেরা স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে না এই নিমিত্ত তথায় গুটী কয়েক স্কুলের সৃষ্টী হইয়াছে এবং একয়েকটী স্কুলেতে প্রায় শতাধিক ছাত্র ১টাকা এবং ৫ মাসিক বেতন দিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে। যদি জনেক দেশ হিতৈষী উদ্যোগ করিয়া একয়েকটী স্কুলের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটী উত্তম স্কুলের সংস্থাপন করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। কৃষ্ণ নগরে জন কয়েক দেশ হিতৈষী এই রূপ একটি স্কুলের সংস্থাপন করেন। তথা হইতে বৎসর২ অনেক ছাত্র পরীক্ষা দিতেছে।

অন্য স্তম্ভে পাঠক সর্পাঘাত পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিবেন। এপুস্তক খানির এই দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে পুস্তকে অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাক্তার ফেরার ডাক্তার সর্টের পরে সর্প বিষের পরীক্ষা আরাম্ভ করেন। ডাক্তার সর্ট কিছু করিতে পারিবেন না বলিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। ডাক্তার ফেরারও বলেন সর্প বিষের কোন ঔষধি নাই কিন্তু সর্প দংশন করিলে কি রূপ চিকিৎসা করিতে হইবে তাহা তিনি গত ফাল্গুণ মাসে মেডিকল গেজেটে প্রকাশ করেন। কিন্তু ডাক্তার ফেরারের চিকিৎসা প্রণালী অসম্পূর্ণ; "সর্পাঘাত" পুস্তকে চিকিৎসা প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে ঐ প্রণালী অবলম্বন করিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবেনা ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এপূস্তক বিক্রয় হওয়তে আমাদের লাভ আছে ইহা অমারা সরল মনে স্বীকার করি, কিন্তু শুদ্ধ সেই জন্যে যে আমরা এ পুস্তক প্রচারের যত্ন করি তাহা নয়। সর্পের দংশনে এদেশে বিস্তর লোক মরে, এপুস্তক খানি প্রচার হইলে সর্প দংশনে আর মনুষ্য মরিবেনা।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামি বর্ষের প্রারম্ভে এদেশের জন সংখ্যা লওয়া হইবে। আর বার জন সংখ্যা লওয়ার সংকল্প হয় অনেক যোগাড়ও কিন্তু শেষে ক্ষান্ত থাকে। আমরা ভরসা করি এবার সংকল্প অনুসারে কৃত কার্য্য হইবে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর আমিরিকা ও ইংলণ্ডের জন সংখ্যা লওয়া হইয়া থাকে, ফ্রান্সে প্রতি পাঁচ বৎসর জন সংখ্যা লওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জন সংখ্যা প্রথম ১৮৫৩ ও দ্বিতীয় বার ১৮৬৫ মধ্যভারত বর্ষে১৮৬৬ এবং বেরারের ১৮৬৭ শালে লওয়া হয়। ১৮৬৫ সালে কলিকাতার জন সংখ্যা গ্রহণ করা হয় কিন্তু বাঙ্গলার ন্যায় প্রধান ও বৃহৎ দেশের জন সংখ্যা অদ্যাপি লওয়া হয় নাই। আমরা জন সংখ্যার প্রয়োজন কত তাহা পুনোপূন লিখিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে যত দিন দেশের জন সংখ্যা ভ্রম শূন্য রূপ না লওয়া হইবে তত দিন এদেশের সামাজিক বিজ্ঞান অমামূলথাকিবে।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

কৃষি মন্ত্রি

কৃষি বিভাগ নামক একটি নুতন বিভাগের সৃজন হইল, এখন জিজ্ঞাস্য কৃষি মন্ত্রি কি করিবেন? এ কৃষি প্রধান দেশ, এখানে এক জন কৃষি মন্ত্রির কি কায ইহা জিজ্ঞাসা করা পাগলামি হইতে পারে কিন্তু এপ্রশ্নের একটী উদ্দেশ্য আছে। শুদ্ধ কৃষি সংক্রান্ত হিসাব রাখা একটি গুরুতর কায তাহার সন্দেহ নাই, কোন্ জেলায় কত আবাদ হইল, কত ফসল হইল ইত্যাদি হিসাব রাখিলে বিস্তর কায হইবে তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু কৃষি মন্ত্রি মনে করিলে অনেক কায করিতে পারেন। কলিকাতার কৃষি সভার প্রধান উদ্দেশ্য নুতন নুতন বৃক্ষ শস্য ইত্যাদি দেশে প্রচলন করা ও তাহারা ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ্যে তাহাদের পরিশ্রমের ফলোভোগী হয় নাই। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে রূপ কৃষি কার্য্য চলিতেছিল এদেশে অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে। কৃষি মন্ত্রি এইটা করিতে পারেন, আমাদের কৃষি পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে পরেন? জোর করিয়া না, প্রজাকে লাভ দেখাইয়া। আমাদের বোধে কৃষি মন্ত্রির এই এই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। (১) নুতন বৃক্ষ ও শস্য প্রচলন। (২) বিঘা প্রতি গড় পড়তা ফসল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা। (৩) কলিকাতায় কৃষি সভার সহিত যোগ দিয়া কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা। (৪) জমিদার গণকে কৃষি কার্য্যে রত করা। (৫) এদেশীয় লোকের সাহায্যে স্থানে স্থানে কৃষি সভা করা ও মেলা করা (৬) স্থানে স্থানে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করা। (৭) পতিত জমি কি বিল উঠিত করিবার সুবিধা দেখা (৮) কোন কোন খাল বন্দ হওয়াতে কৃষি কার্য্যের অনিষ্ট হইতেছে তাহা গবরণমেণ্টকে অবগত করা। (৯) বিবেচনা মত প্রজা কি জমিদার গণকে তাগাবি দেওয়া। (১০) সমুদায় প্রয়োজনীয় তালিকা রাখা, যথা বাজার দর, বাৎসরিক উৎপন্ন, আবাদ, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৃষি মন্ত্রির ন্যায্য কায এই গুলি কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে রূপ এই সম্বন্ধে কৃপণতা দেখাইতেছেন তাহাতে কৃষি মন্ত্রির দ্বারা কোন সফল কার্য্য হইবে না। তাহাকে বিরলে বসিয়া মনের দুঃখে বেতন গুলি লইতে হইবে ও বৎসরান্তর এক একটী রিপোর্ট লিখিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করুন তাহা হইলে ১০ গুণ লাভ হইবে। যেমন কৃষি বিভাগ একটী নুতন বিভাগ হইল সেই রূপ এই বিভাগের নিমিত্ত কতকগুলি কর্ম্মচারি নিযুক্ত করা হউক। ইংরাজ না সর্ব্বনাশ, আমরা তাহা হইলে মাহিয়ানার টাকা দিয়া উঠিতে পারিব না। ইংরাজ হইলে তিনি লোকের সহিত মিশিতে পারিবেননা। আমরা বলি জেলায় ২ অল্প বেতনে এক ২ জন বাঙ্গালি কৃষি পরিদর্শক নিযুক্ত হউন। এঁরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন ও উপরে কৃষি মন্ত্রির যে কার্য্য গুলির কথা উল্লেখ করা গেল সমুদায় করিবেন। তাঁহাদের কার্য্য কতক কতক স্কুলের ডিপুটি ইনস্পেকটর দিগের ন্যায় হওয়া উচিত।

আমরা যখন একটা কথামনে করি তখনি এই রূপ একটি কৃষি বিভাগের অভাব মনে করি। ভারতবর্ষের ন্যায় উর্ব্বরা দেশ পৃথিবীর কোথাও নাই, বাঙ্গালার ন্যায় উর্ব্বরা দেশ ভারতবর্ষে নাই, বাঙ্গালার মৃত্তিকা এত নরম যে অল্প পরিশ্রমে কর্ষণ হয়। এমতাবস্থায় বাঙ্গালার ফসলের গড় পড়তা বিঘা প্রতি সাত মন কেন আর ইংলণ্ডের ১৬ কি ১৮ মন কেন? ইংলণ্ডে বিঘা প্রতি ১৬ টাকা হইতে ৭০ টাকা ব্যয়িত হয়, হইয়াও বা কৃষকেরা লাভ করে কি রূপে, আমরাও বা বিঘা প্রতি ৪ টাকা ব্যয় করিয়া উপবাস করি কেন? কৃষি মন্ত্রি যিনি হইবেন তাঁহার ইহার কারণ বাহির করিতে হইবে ও তাহা করিয়া পরে যাহাতে উহার উপায় হয় তাহা করিবেন। কৃষি মন্ত্রির দারা যদি শুদ্ধ এই কার্য্যটী হয় তবে কৃষি বিভাগের নিমিত্ত বৎসর বৎসর এক এক কোটি টাকা ব্যয়িত হইলেও গবর্ণমেণ্টের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না।

এদেশের টাকা ইংলণ্ডে ব্যায়।

যে রক্ষক সে যদি ভক্ষক হয় তবে তাহাকে বিশ্বাস ঘাতক বলে। ইংরাজেরা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, যদিতাহা না করিয়া ভক্ষণ করেন, তবে বিশ্বাস ঘাতক ছাড়া আর কি বলিব? এই যে দেশ সমেত লোক রাজকার্য্যের কিয়ৎ ভার লইবার নিমিত্ত দাপাদাপি করিতেছে ইহার কারণ শুদ্ধ উচ্চাভিলাস নয়, রাজপুরুষ দিগের [illegible] উপর লোকের ভক্তির অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন আর রাজপুরুষ গণকে করিয়া লোকের তত বিশ্বাস নাই, কাযেই লোকে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে। রাজপুরুষ গণ আমাদের অর্থ কিরূপ নির্দ্দয়তা ও অবিচারের ব্যয় করিতেছেন তাহার বিবরণ কিছু বলিতেছি। সিপাহি যুদ্ধের পূর্ব্বে শিখ যুদ্ধের সময় এক লক্ষ সৈন্যছিল কিন্তু তবু সাড়ে ১১কোটী টাকার ঊর্দ্ধ ব্যয় পড়ে নাই। এত ব্যয়ও পড়িতনা কিন্তু তখন দুইটী শিখ যুদ্ধ হয়, ও গোয়ালিয়ারের বিবাদ ও সিন্ধু অধিকার জনিত যে ব্যয় তাহাও ঐটাকার মধ্যে। তখন সৈন্য দিগের অবস্থাও অতি উত্তম ছিল। সিপাই যুদ্ধের কিছুকাল পুর্ব্বে সৈন্যের সংখ্যা ২৯০০০০ ছিল তখন কার ব্যয় ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এখন সৈন্যের সংখ্যা একলক্ষ কমিয়া গিয়াছে অথচ এখন কার ব্যয় ১৮কোটি টাকা!!! এই কি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন?

সেদিন সাইকস সাহেব পারলিয়ামেণ্টে গ্রাণ্ট ডফসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় এটি কি সত্য যে, কোম্পানির সময় ভারত বর্ষীয় সৈন্যের নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে সৈন্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোক প্রতি ২০০ টাকা পড়িত, আর এখন মহারানীর অধীনে ভারতবর্ষ যাওয়া অবধি লোক প্রতি ২০৫০ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িতেছে, এ কি সত্য, আমার বোধ হয় আপনাদের হিসাবে ভুল হইয়াছে?" আমাদের গ্রাণ্ট ডাফ সাহেব ইহাতে অম্লান বদনে বলিলেন "না মহাশয় হিসাবের ভুল হয়নাই, ঠিক ঐরূপ" গ্রাণ্টসাহেবের একটু লজ্জা করিলনা॥ আপনাদের সাফাইর নিমিত্ত একটা কথা বলিলেননা। পারলিয়ামেণ্টের এই কথোপকথন উপলক্ষ করিয়া বোম্বাইএর একোনমিষ্ট পত্রিকা এইরূপ বলেন।

"আমাদের এমন হীন অবস্থা হইয়াছে দবা ভাগে ডাকাইতি করি, আর সে কথা বলিতে লজ্জা পাইনা। আমাদের মন্ত্রিগণ কি খেপিয়াছেন? তাহারা এই ১৯ শতাব্দিতে এরূপ করিতে সাহস পান কিরূপে? ইউরোপের সম্মুখে ও বৎসর শতসহস্র কৃতবিদ্য যুবক যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে তাহাদের সম্মুখে এরূপ করা আর কোন জন্যেই না হউক আপনাদের বিপদের জন্যে ও করা উচিত না। এই যে ইংলণ্ডে ভারত বর্ষের টাকা ক্রমে অধিক ব্যয় হইতেছে ইহাতে একটা বিপদ হইবার সম্ভব। এরূপ যিনি বিশ্বাস করেন যে এই অপব্যয় এদেশে মুদ্রা যন্ত্র থাকিতে কেহ সহ্য করিবে সে পাগলামি। ইংলণ্ডের উপনিবেশ সমুদায়, সৈন্যের ব্যয়ের ভার আপনাদের স্কন্ধহইতে অবসৃত করিয়া ইংলণ্ডের ঘাড়ে দিয়াছেন আরআমাদের মন্ত্রিগণ সেই ব্যয়ের ভার ভারতবর্ষীয় দের ঘাড়ে চাপাইয়া ঘোর কলংক কিনিতেছেন।"

আমাদের অর্থ লইয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ কি রূপ অপব্যয় করেন তাহার আর এক উদাহরণ এই। ইংলণ্ড হইতে আমরা টাকা দিয়া সৈন্য লইয়া আসি, আমরা টাকা দেই পাছে আমরা ইংরাজ দিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া স্বাধীন হই। এই লাভের নিমিত্ত টাকা দিয়া থাকি, আর টাকা এত দেই যে পৃথিবীতে সৈন্য দিগকে এত বেতন আর কেহ দেয়না। মনে থাকে যেন আমাদের দেশেরন্যায় দরিদ্র দেশ পৃথিবিতে আর নাই। আমরা এত টাকা দেই যে সৈন্যেরা গরজ করিয়া ভারত বর্ষে আইসে। আসিবার পাথেয় আমরা দেই আর কিছু কাল থাকিয়া সৈন্য মহাশয়েরা যখন বাড়ী প্রত্যাগমন করেন তখন ব্যয় দিয়া বাটি থুইয়া আসিতে হয়। সে যাহা হউক, কিন্তু তামাসা এই যদি এই সৈন্য দের মধ্যে কেহ উন্মাদ হয়েন তাহার নিমিত্ত ইংলণ্ডে একটি পাগলা গারদ হইয়াছে। এই পাগলা গারদের নিমিত্ত আমাদের বৎসরলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

কে তাদৃক মদ্য পান করিতে পারে নাই। ঝটিকা দ্বারা প্রকৃত যদি মদ্যপায়ীর সংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকে তবে উহাতে অন্ততঃ একটি মঙ্গল করিয়া গিয়াছে কিন্তু বোর্ড অব রেবিনিউ যাহাই বলুন আমরা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে যশোহরে মদ্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে শত করা ২৫ জন মাতালের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ড্যাল হাউসি ইনেষ্টিউট নামক সভাতে ডাক্তার চিবর্স এক শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতারকিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয় বর্ণনা উপলক্ষে বলেন যে তৎকালে ভদ্র লোক বলিয়া পরিগনিত হইবার যাহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার যে কোন গতিকে মদ্যপান করা অভ্যাস করিতে হইত এবং যিনি যে কয়েক বতল মদ এক বৈঠকে বসিয়া পান করিতে পারিতেন তিনি তত ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এক্ষণ শুদ্ধ যশোহরে নয় অনেক জেলায় ভদ্র লোকের লক্ষণ এই রূপ। আমাদের এক জন বন্ধু আমাদিগকে এই গল্পটী বলেন। যশোহরে তাহার এক দিন এক স্থলে নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে আর আর অনেকগুলি ভদ্র বিজ্ঞ ও প্রাচীনেরও নিমন্ত্রণ হয়। খাওয়ার সমুদয় প্রস্তুত সকলে উপবেসন করিয়াছেন। "আমি আমাদের মাঝখানে দেখিলাম যে কি ঢাকা রহিয়াছে। সকলে যে বসিয়াছেন আর এক জনে ঢাকনিটী তুলিল, এবং দেখি তাহাতে মদ। আমি বিদেশী এবং প্রথম আমার হাতে এক গ্লাস মদ অর্পণ করিল। আমি মদ পান করিতাম না, সুতরাং বলিলাম ক্ষমা করিবেন। এবং সকলে একে স্বরে বলিয়া উঠিল "আপনি মদ খান না!" এবং ইহাই বলিয়া সকলে অবাক। নিমন্ত্রিত গণের মধ্যে অশিত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন এবং এমন ব্যক্তি ছিলেন যে চন্দ্র, সূর্য্য ধ্বংশ হইবার সম্ভাবনা তবু তাহাদের মদ পান করার সম্ভাবনা ছিল না। আমি মদ পান না করিলে ইহারা সকলে লজ্জা পান। আমি কি করি একটু মদ পান করিলাম এবং সেই আমার হাতে খড়ী।" আমাদের এক জন বন্ধু এক দিন মদ পান লইয়া তর্ক করিতে করিতে বলেন যে "আমি মদকে ঘৃণা করিতাম। একজন বন্ধু আমাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি মদ খাওনা কেন? আমি উত্তর দেই উচ্চতম গিরি শৃঙ্গের উপরে যে জন্যে যাইনা এবং আমি এক্ষণ মদ পান করি এবং যদি ঈশ্বরকে আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে মদ পান না করায় ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা হয়, কারন মদে যত আনন্দ আছে এত আনন্দ আর কোথাও নাই।"

বৃষ্টি।

আজ মাসাবধি প্রায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এ বৃষ্টি যে কবে ধরে তাহা বলাযায়না। ফল এবার ধানের সর্ব্বনাশ হইল। আউস ধান্যের আবাদ এদেশে এবার অতি উত্তম হয়। বৃষ্টি সকালে হওয়াতে কৃষকেরা অনেক জমি কারকিত ও বুনন করিতে পারে। ধান বুনন অবধি কিছুকাল যে রূপ সকল বিষয়ে সুবিধা হয় তাহাতে এবার অপর্য্যাপ্ত ধান হইবার আশা ছিল কিন্তু বিধাতার কার্য্য বিচিত্র। আউস ধান তিন রকম জমিতে হয়, ইহার মধ্যে মেটেল ও পান্তা ভুমি এক কালে জলে নষ্ট হইল, কেবল বেলে জমির ধান অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে জীবিত আছে কিন্তু মেটেল মাটিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আউস এবং বেলে ও নোনা পান্তাতে তুল্য রূপ জম্মে। মেটেল মাটিতে জল চুষে লয়না সুতরাং জল বাধিলে হয় নিঃসরণ অথবা সূর্য্য উত্তাপে কেবল শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু দেশ জলে প্লাবিত হওয়ায় জল নিঃসরণ হইবার যো নাই এবং সূর্য্য এককালে ক্রমাগত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পান্তা জমি স্বভাবতঃ জলশিক্ত। রৌদ্র উত্তাপ ভিন্ন উহাতে ধান্য উৎপন্ন হয়না সুতরাং ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে তাহার অনিষ্ট হইল। বেলে জমিতে ধান্য হইতে কেবল বৃষ্টির আবশ্যক কিন্তু এক কালিন রৌদ্রের অভাবে তাহাও ক্রমে তাম্র রূপ হইয়া উঠিতেছে। আমন ধান্যের আবাদে প্রথমাবধিই বিঘ্ন। সকালে ভারি বৃষ্টি হওয়ায় নিম্ন বিলমাত্র আবাদ হয়না এবং যাহা আবাদ হইয়াছিল তাহা রসাতল গেল। পাতা দেওয়ার এখনও সময় আছে, বৃষ্টি ক্ষান্ত হইয়া যদি কিছুদিন খরা হয় তবে পাতা দেওয়ার বিঘ্ন হইবেনা কিন্তু নিম্ন জমিতে এত জল বাধিয়াছে তাহা সরিয়া যাওয়ায় সম্ভাবনা অতি কম আছে। সুখের মধ্য এই যে গত দুই বৎসর কৃষকের ঘরে অন্নের সচ্ছলতা ছিল। তাহারা অনেকে গত দুই বৎসরে মহাজনের দেনা শোধ করিয়াছে ও তাহার ধারস্থ হয়না। আর বৎসর চাষারা কিছু ঘরে ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সুতরাং বৃষ্টি কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে অদ্যাপি অন্ন কষ্ট আরম্ভ হয় নাই। এবার ধান্য যদি নাহয় তবে এবৎসর লোকের সম্ভবতঃ তত কষ্ট হইবে না। এবার ধান্য আবাদের ক্ষতি হইলে ইহার ধোমক আর বৎসর লাগিবে। ফল এদেশে যে রূপ কথায়২ অন্ন কষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, লোকেরা সামান্যতঃ যেরূপ দরিদ্র ও দিন আনে দিন খায় সেখানে দেবতার কিছু মাত্র ভাবান্তর দেখিলে আমাদের প্রাণ চমকিয়া যায়। সুতরাং দেবতার বর্ত্তমান অভদ্রা দেখিয়া যদি আমাদের কিছু শঙ্কা হয় তাহাতে কেহ দোষ দিতে পারেন না। আমরা ভরসা করি কর্ত্ত, পক্ষীয়রা অস্বাভাবিক বৃষ্টির কর্ত্তৃক দেশে অনিষ্ট কি মঙ্গল হইতেছে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন কিন্তু তাহারা এসমুদয় বিষয় প্রায় তাহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারি গণের রিপোর্টের উপর নির্ভর করেন এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা কখন অজ্ঞতা কখন সাবকাশ অভাবে প্রায় ইহাতে ভুল করেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় উত্তম রূপে প্রকাশ পায়। আমরা এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যেন এসম্বন্ধে রিপোর্টগুলি যাহাতে ভ্রমশূন্য হয় তাহার প্রতি মনোযোগী হন। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগন দেশের আভ্যান্তরিক অবস্থা বিশেষ ও প্রকৃত রূপ জ্ঞাত করাইতে পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গণ এসমুদয় গুরুতর ভার পোলিসের উপর না দিয়া ইহাদের সাহায্য কেন লন না? ইহারা আহ্লাদের সঙ্গে এসমুদয় বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করেন। ধান্যের অনিষ্ট ব্যতীত উহা কর্ত্তৃক দেশের আর আর অনেক অনিষ্টও হইতেছে। গোরু বাছুর ছাগল ভেড়া প্রভৃতি সমুদয় আহারাভাবে মরিয়া গেল। অনেকে প্রতিপালন করিতে নাপারিয়া অতি সামান্য মূল্যে গবাদি বিক্রয় করিতেছে এবং আমরা শুনিলাম এক টাকার ছাগল স্থানে ২ দুই আনা চারি আনা করিয়া বিক্রয় হইতেছে।

জ্বরের এমন প্রাদুর্ভাব যে যশহরে এমন বাটী নাই যে সেখানে দুই একজন পীড়িত না হইয়াছে। জ্বর প্রায় সামান্য লোকের হইতেছে এবং অদ্যাপি একটীও কোথায় সাংঘাতিক হয় নাই। এবার সর্পের ও ভারি প্রাদুর্ভাব। বৃষ্টি হওয়ায় সমুদয় মাঠ ভাসিয়া গিয়াছে এবং সর্পেরা মনুষ্যের আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এতদ্ভিন্ন এবার স্বভাবতঃ সর্পের কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বৃষ্টি অধিক হইলে মৎস্য সুলভ হয়। এবার মৎস্যের আমদানি হইবার সম্ভা না এবং জগদীশ্বর জানেন মৎস্যের সঙ্গে সঙ্গে মহামারি আসে কিনা।

নীলের আবাদ যেমন উৎকৃষ্ট হয় বৃষ্টিতে তেমনী ইহা এক কালে সর্ব্বনাশ করিল। আমরা শুনিলাম নদীর ধারের নীল মাত্র রসাতলে গিয়াছে।

সংবাদ।

—পাইওনিয়ার, বলেন যে বোখরায় আবার হুলস্থুল আরম্ভ হইয়াছে। গত মে মাসের প্রারম্ভে রুষদিগের সৈন্য আবার অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে এবং বাখোরারায় রাজা সহস্র সৈন্য সমভিব্যারে পলায়ন করিয়াছেন।

—বেঙ্গালি মেরার হইতে এই সম্বাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

এদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অপুশীলন নিমিত্ত যে সভার অধিবেশন হইয়াছে সেখানে সাক্ষ্য প্রদান করিতে ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। তিনি আপন হইতে যাইতেছেন না তিনি সভা কর্ত্তৃক আহুত হইয়াছেন। যাহা হউক রাজা দক্ষিণা রঞ্জনের ন্যায় যাহাদের ক্ষমতা ও অর্থ আছে তাহারা কেন সভায় উপস্থিত হন না? আমাদের দেশের দিগম্বর বাবু রাজা যোতীন্দ্র মোহন, রমানাথ ঠাকুর প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিগের এই সময় ইংলণ্ডে গিয়া দেশের মঙ্গল অনুসন্ধান করা অতি কর্ত্তব্য। যদি কাহার জাতিপাত হইবার শঙ্কা থাকে তবে নয় সকল হিন্দুরা একত্রিত হইয়া একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া ইংলণ্ডে গমন করুন।

—যশোহরের বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতি শনিবারে জজ সাহেবের মেমের নিকট শিবন কার্য্যে শিক্ষা করিতে যায় তাহাদের প্রতি শনিবারে ১৷৷০ করিয়া গাড়ী ভাড়া লাগে। তহবিলে কিছু টাকা ছিল তাহা দ্বারা খরচ চলিতেছে কিন্তু টাকা নিশেষ হইল বলিয়া জজ সাহেবের মেম অনুগ্রহ করিয়া স্কুলে আসিয়া শিক্ষা দিলে কি তাহার অসুবিধা হয়? স্কুলের সেক্রেটরি এ বিষয়ে তাহার নিকট এক খান আবেদন করেন না কেন?

—আমরা "কলেজের অধ্যাপকের" পত্র খানি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। উহাতে আমাদের এত সুখ্যাতি যে উহা প্রকাশ করিতে আমাদের লজ্জা বোধ হইল। তিনি এদেশের মধ্যে এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাহার মতের উপর আমাদের ভক্তি ত থাকিবেই ভারতবর্ষে বোধ হয় সকলেই তাহার মতকে মহা মান্য করেন। তিনি পত্র খানিতে আমাদিগের বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন, আমরা জানি না আমরা এত সুখ্যাতির যোগ্য কি না।

—কৃষ্ণনগর হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে জজ হার্সেল সাহেব সত্বর কর্ম্ম পরিত্যগ করিয়া বিলাত গমন করিবেন। তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্রজার বন্ধু হার্সেল সাহেব নীল হাঙ্গামের সময় প্রজা দিগকে এক রূপ রক্ষা করেন অতএব আমার বিবেচনায় বাঙ্গালা প্রজা মাত্রের উচিত যে তাহার বিদায় কালীন তাহার নিকট প্রকাশ্য রূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

—পাইওনিয়ার বলেন যে মনসা রাম নামক এক জন চাপড়াশীর ১০৩ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। সে এক জন ভদ্র লোকের নিকট ৬০ বৎসর এবং এবং তাহার জামতার কাছে ৩০ বৎসর কাজ করে।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন,

কৈশবেরা হিন্দু সমাজের, হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য যত দূর করিতে পারে, তাহাতে আর ত্রুটি করিতেছে না, বিবাহের পর সন্তানোৎপাদন সমাজের রীতি, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে সন্তানোৎপাদন হইতেছে। বয়োজ্যেষ্ঠা ও সগোত্রা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, ইহারা তাহাই করিতেছে। ইহাদের বিবাহে সম্পর্ক নির্ব্বাচনও লোপ হইয়াছে। অসবর্ণ বিবাহকে ইহারা আরো গৌরবাত্মক মনে করে। হিন্দুরা পিতা মাতাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন, আজীবন তাহাদের ভরণ পোষণ করেন, মরণান্তে স্বর্গার্থক শ্রাদ্ধাদি করেন। ইঁহাদের অনেকে পিতা মাতাকে ভরণ পোষণ করা দূরে থাকুক প্রতিবেশীর ন্যায় তত্ত্বাবধান করিতেও কষ্ট বোধ করেন, যাঁহারা করেন, পিতা মাতা তাঁহাদের নিকট দাস দাসীর ন্যায় হইয়া আছেন; কোন বিষয়ে আদেশ করা মাত্র তাহা সম্পাদন না করিলে ক্রোধে অধীর হন। হিন্দু দিগের মধ্যে পত্নীই পতির সেবা করিবে, কৈশবে পত্নী সেবায় সতত নিযুক্ত রহিয়াছেন, স্ত্রীদিগকে কোথায় রাখিলে যে ইহাদের হৃদয় শান্তি লাভ করিবে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না।" ছি একি! আমরা ভরসা করি হিন্দু হিতৈষিণী এরূপ আর লিখিবেন না।

—সোম প্রকাশ বলেন, গত ১৮ জুন কলিকাতার সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ বিষয়ে এতদ্দেশীয় দিগের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। প্রায় ৫০০০ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু উক্ত কুরীতি দ্বয় উঠাইবার নিমিত্ত লিখিয়া তাহাদের সম্মতি প্রকাশ করেন। অনেক ক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর এক সিলেক্ট কমিটির হস্তে যথা শাস্ত্র ইহার মীমাংসার্থ ভার সমর্পিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল চেষ্টা করিলেই সভার যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

—উক্ত পত্রিকা বলেন, বঙ্গ দেশের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে এক্ষণে যে বেতন ও পাথেয় দেওয়া হইতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। তদ্দ্বারা এক রূপ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র। তাহাদিগকে যে পাথেয় দেওয়া হয়, তদপেক্ষা তাহাদের অধিক ব্যয় পড়ে। পুলিষ কর্ম্মচারি দিগকে যেরূপ বেতন ও পাথেয় নেওয়া হয়, তাঁহারাও সেই রূপ পান, ইহাই তাহাদের অভিপ্রেত। এস ময়ে এ দরখাস্ত খানি করা ভাল হয় নাই। অভিষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প।

—এডুকেশন গেজেট বলেন, শুনা যাইতেছে, লেপটেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালার মহকুমা বন্দোবস্ত বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবেন। বাঙ্গলা দেশ যেরূপ বিস্তীর্ণ, তাহাতে মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে কাজের তাদৃশ সুবিধা হইবে না। এক্ষণকার মহকুমা সকল যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে উহাদিগকে এক একটি জেলা বলিলেও হয়; মুতরাং মামলা মোকদ্দমাকারী ব্যক্তি দিগের দুর গমনে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট হইয়া থাকে।

—সদর পুর হইতে এক জন লিখিয়াছেন "কুষ্টিয়া সব ডিবিজন অধিন সদরপুর গ্রামে পাঁচু গাড়োয়ান নামক এক ব্যক্তির বাটিতে গত কল্য ভেড়ীর একটি ছানা হয় ঐ ছানাটির এক মস্তক, দুই কর্ণ, এক গলা কিন্তু বক্ষঃ স্থল হইতে দুইটি পৃথক শরীর প্রত্যেক শরীরে চারি খান করিয়া আট খানা পা এবং দুইটি লেজ। দুইটিই পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ছানাটি প্রসব হওয়ার কিঞ্চিত কাল পরেই উহার মৃত্যু হয়।

—সহরের মধ্যে গো বধ কিম্বা গোমাংস বিক্রয় না হয় এই নিমিত্ত অমৃতসর নিবাসী হিন্দুরা আবেদন করে। তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। সম্প্রতি যেখানে গোহত্যা করে সেখানে জন কয়েক হি সসস্ত্র উপস্থিত হইয়া এক জন এক জন কসাইকে হত্যা ও কয়েক জনকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে। হত্যাকারীরা অদ্যাপি ধৃত হয় নাই।

—যশোহর হইতে চাকদহার রাস্তা স্থানে স্থানে এরূপ কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে যে নিশঙ্কে গাড়িতে চড়া যায় না। গত বৎসর এই রাস্তাটি মেরামত হ আবার এবৎসর মেরামত না করিলে উহাতে গাড়ি চলিবে না।

—পুনাতে মহারাষ্ট্রীয় জন কয়েক ভদ্র মহিলা স্ত্রী জাতির উন্নতি উদ্দেশে একটি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার ব্রাহ্মিকারাও এই রূপ একটি সভা আরম্ভ করিয়াছেন।

লাহোর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

বোধ হয় পাঠক গণের মধ্যে কেহ২ অবগত হইয়া থাকিতে পারেন যে অমৃত সরে যে গো মাংস বিক্রয় কারীদিগকে মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে আর একটি ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

১৪ জুন রাত্রিতে কসাই দিগের আজ্ঞাতে কতি পয় লোক আসিয়া ৭ জন লোকে আঘাৎ করিয়া যায়। তন্মধ্যে ৪ জনকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে তাহারদিগের তাহাতে প্রাণ বিয়োগ হয়। আর ৩ জন মৃত্যু অবস্থায় দৃষ্ট হয় এ তিন জন রক্ষা পা ইবে কি না সন্দেহ। অমৃতসর শিক দিগের পর তীর্থ স্থান এ স্থানে ইহারা গোবধ কিম্বা গো মাংস বিক্রয় সহ্য করিতে পারে না। দোকান গুলি সহরে বাহির ছিল। গুরু দরবারটি ইহারা অতি পবি ভাবে রক্ষা করে। যে কোন লোক হউন না কে কেহই বিনামা লইয়া যাইতে পারেন না।

আজ দুই তিন দিন হইতে অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভূত হইতেছে। এখানে এত দিন পরে পক্ক অম্র দে গিয়াছে। এ সময়ে ফলের মধ্যে আতু (পিচ) আ লুচা খরবুজা কলসা ও অম্র। জাম পাকিতে এখন ও বোধ হয় মাসাধিক বিলম্ব আছে। দেশী অনু দেখা যায়। তরকারির মধ্যে আলু বেগুন টিণ্ডি, ভিণ্ডি (ঢাড়েশ) ঝিঙ্গা, বিলাতি কুমড়া, ও লাউ।

যে সময় ফল জন্মে দরিদ্র লোকে প্রায় এ বেলা ফল খাইয়া থাকে।

এদেশীয় লোক দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব অধিক লক্ষিত হয়।

রাস্তায় গবর্ণমেণ্ট আলো দেন না কিন্তু পথিক দিগের পথ চলিতে কষ্ট হইবে বলিয়া কেহ২ প্রদীপ পথে দিয়া থাকে। মধ্যে২ পথিক দিগকে জল পান করাইবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। কোন২ সাধু হস্তে পাখা আছে তাঁহারা পথিক দিগকে বাতাস করেন। পক্ষী দিগকে জলপান করাইবার জন্য ছাদ জল দিবায় স্থান আছে। কোন কোন স্থানে তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য দেওয়া হয় তাহারা তথায় আসিয়া তাহা ভক্ষণ করে।

কোন স্থানে অনেক লোকের জনতা হইলে পুর্ব্ব এক জন শিখ জাল লইয়া কেহবা পাখা লইয়া তথায় এজন্য গমন করেন যে ইহাদিগের মধ্যে কাহার না কাহার পিপাসা পাইয়া থাকিবে ও কেহ পরি শ্রান্ত হওয়াতে বায়ু সঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকিবে। কেহ ইচ্ছা প্রকাশ ও যত্ন করিলে

তাহারা পাগল হবে তাহার দায়ী ভারতবর্ষীয়েরা ? এই এক লক্ষ টাকা পাইলে আমরা যে রূপ দরিদ্র দেশে অন্তত গোটা কএক ভাল ভাল স্কুল করিতে পারি।

The Jessore Correspondent of the *Daily Examiner* who tho' evidently an Englishman is quite right when he says:—

Our good judge and his wife, Mr. and Mrs. Richardson, are gaining golden opinion among the Bengali community for the very great personal interest they appear to evince in the progress of native female education. Of all the officials at this station, and they are not a few, Mr. Richardson is pre-eminently the most popular with the people, and they would be heartily glad to the substantive appointment here, in place of Mr. H. B. Lawford, the permanent incumbent of the post, now absent at Home on leave, and whose departure from hence was hailed with universal delight."

Road Cess Bill—Part V is the most important part of the Bill. We take one thing for granted. Government sincerely intends to give the control of the Fund to the ratepayers. Because the Secretary of State wills it, because there can be no possible political danger in giving the people some power over a fund which is to be employed in the construction of roads merely, because the road cess undermines the Permanent Stettlement and the Zemindars must have some cunsolation, because it will ruin the Ryots and they must have something in return, because it will be difficult if not altogether impossible to *continue the cess without some sort of co-operation from the people*. These are our reasons for believeing that Governmcnt sincerely intends to keep the Road cess Fund under the control of the people. But whether in practice Mr Schalch's Bill will fulfill the intentions of Government is a quite different thing. Ample provissions were made as was then thought in the municipal corporation Act to give the control of the fund to the ratepayers and to teach them self Government but it was subsequently found that ignorance was bliss and it was far more preferable to remain ignorant of the art of Government than to learn it in municpal corporations, and at such a cost. Here is another Municipal corporation in a larger scale, and there is a chance of the increase of oppression in an equal rotio if provisions are not now made to avoid such an undesirable state of things. Section 45 provides the appointment of District committees, the power of appointing members remaining with the Lieutenant Governor. But who is to nominate them ? Certainly His Honor has not the honor of the acquaintance of our village and District town celebreties and the power of nomina tion will therefore rest with the District magistrate. Now, this we dont like. Believing as we do that Government means well and intends to place the Road cess Fund at the disposal of the people we must protest against this with our whole heart. The Magistrate is not the person to make such elections. He may appoint the non-Official Europeans of the District and one or two fawnig Zemindars who will never dare oppose the *Boro Hoozoor*, he may elect the idle and fat Zeminders who will never take the trouble to attend the meeting or ignorant fools from villages or persons who reside at a great distance and thus defeat the object of the Government. *The power of election must remain with the people.* That is the chief point. A plebescite may or may not be practicable, but Mr Buckland the able Commissioner of Burdwan proposes to give the power of election to zeminders paying revenue in excess of Rs 500, all Icome tax payers, vakeels and professional men. Why not follow the scheme of Mr Buckland? But we believe the vakeels alone may be safely entrusted with the power of election. They all follow an independant and honorable profession and are generally conscientious and able men. This concession will please the people and do no harm to any body and it will be in entire accordance with the wishes of the State Secretary. Section 47 gives power to the Lieutenant Governor to remove any member he thinks it expedient to remove. But on whose suggestion is the Lieutenant Governor to remove any member, the Bill is silent here, but we doubt not the Chairman's, who is no other than the same magistrate of the District. This will at once do away with the independance of the members. Troublesome members, we mean, troublesome to the Chairman or in other words Members who are independant will scarcely find favor with the Chairman and these the Lieutenant Governor may be induced to remove. This is no doubt not the intention of the Government and it will be better if this section is changed. A member must not be removed but at his own desire or if proved guilty of any immoral act. This will secure independance to the Members and the interest of the Members, orelse no independant or able man will care to attend such meetings. The generous endeavours of Government to secure to the people the chief control of the Funds is unmistakeably proved in section 49. There it is provided that the number of members holding salaried Posts under Government shall never exceed one-third of the whole number of Members. The number of non-official Members is not fixed, it may be 100 it may be 200 but there is a limit to the number of Members holding Government Posts. What more proot need we want that Government means well, but we must say, practically these one-third will in the majority of cases carry out their views and defeat the people's party. The Chairman will be sure of the votes of these one-third and of a great many of the members of opposition. The *Baro hoojoor* must not be opposed is the creed of our Muffosil independnt (!) men, and the Magistrate by a frown will quil the hearts of many a stout-hearted member. Then again members holding Government Posts will always attend whereas it cannot be expected that non-official members will care to incur expence to attend the meeting regularly from a distance. The Non official Europeans will generally side with the goverment party and thus section 49 will avail nothing. But asks Mr Schalch "what would yon have us do, we have done our best." Surely we do not know what can be done under such circumstances, except leaving the power of election to the people and afterwards to the Members. Section 50 gives power to the Members to elect their own Vice Chairman. Here is another instance of the good intentions Government, but pray whom else will the members dare elect except the natural Vice-Chairman we mean the Joint magistrate ? Such is the low state into which the Natives have fallen, they dare not touch a boon held out to them! We fear in many districts the members will actually elect the Joint Magistrate as their Vice-Chairman, not that they have greater faith in the white Hakims than in Native gentlemen but because they would according to their notion thus please both the Hoojoors! Section 58 provides that the proceedings of every meeting of the District committee shall be recorded in a book, which book any person paying the rates may examine. But in what languages are the proceedings to be recorded ? If in English very few rate-payers will understand it. To our thinking the proceedings ought to be published in the local News paper and if there be no such Local Newspaper, in the Paper which has the largest circulation in the District, and if that cant, be determined in the Bengal Government Gazette. It is provided in section 6 that the committee may appoint on the nomination of the Chairman such Officers engineers, clerks as may seem to them necessary, it should be "on the nomination of the Chairman or Vice chairman" By the bye cannot two or three Districts conjointly keep an experienced engineer ? We believe the services of an experienced engineer will be necessary if canals actually are to be constructed. Now every District Committee will have on an average of about 60 or 70 thousand Rs at its disposal from which it will be hard to pay say about 12 thousand Rupees for a European Engineer. Neither the presence of such engineers will be always necessary in the District, his duty it will be

supervise and direct and his assistants shall do the rest. Before leaving this subject we shall notice another section of the Bill. Section 68 provides that the Divisional Commissioner may alter or vary the estimate which is to be forwarded by the Vice Chairman, only when the estimate shall have not been approved by ¾th of the members present. Why ¾th and not majority? When the estimate is passed by the majority of the members the Commissioner must say nothing against it, if he disproves, he is to remonstrate with the members and request them to alter or vary it, but if yet the members stick to their previous estimate the Commissioner must pass it also. This ought to be the law, if Government intends to give full control if the Road cess fund ot the people. We attach some importance to this section, as such disagreement between the Commissioner and the meeting will be of frequent occurrance.

MAGISTRATE AND DEPUTY MAGISTRATE—Sometime ago the indefatiguable Mr Stephen was reported to have said in a speech "the Papers say that the amendment of the Penal code has been indefinitely postponed but let me first go to Calcutta and they will find their mistake." The remark that we made on reading the para, was to this effect: yes, Mr stephen, the Papers committed a great mistake in expecting any thing reasonable from you, Mr Stephen proposes to do away with or lessen the power of the juries because the Natives are great liars and to give greater power to the magistrates. These are the chief features of Mr Stephen's proposed amendment. Now the object of these changes is very clear, these changes if carried out will place the Natives if not in an equal footing with Carolina slaves but not very much higher. But these changes were proposed by Mr Stephen, the framer of the barborous sedition law and tho' we were alarmed surprised we were not. Our new Lieutenant Governor has surprised us. His Honor we are told proposes to give greater power to the Magistrates, and to place all the Sub—Divisions under Covenanted Civil servants. He would make the Deputy Magistrates mere clerks to be removed or transfered at the option of the magistrate and make the Magistrates absolute masters of the districts placed under their respective charges. But the Indian Penal code and other circumstances have made the magistrates already too powerful for the people, so giving them more power would be to place the people in a more helpless condition. The District Magistrates of India have it in their power to ruin any body in the district, the highest has no power to cope with him. He may fine, imprison, burn and murder at his pleasurs and may not exceed legal bounds. Now this absolute power in Magistrates might have been of service to the British Government during Lord Cornwallis' time. The country then required petty dictators with uncontrolled power to restore order, that necessity no longer exists. Enough has been done to infuse terror into the hearts of the people any further attempt in that direction will make the British Government unpopulor and the people discontented. There is a limit even to the patience of a Bengallee and it has been exemplified by numerous instances that people donot tolerate now what they did fifty years ago. Only ten years ago Magisttrates pulled the years of their Amlas and Mooktiars and treated them with *sala* and *haramjada* but any such attempt would now rouse the whole District. If the Lieutennant Gosernor gives greater power to the Magistrate he will destroy his own peace. He will have to deal on the one hand with touch-me-not Covenanted Civil servants of Government and on the other hand with numerons petitions of clamorous people. Already the people have unmistakeably shown a disposition to be treated with more respect and we doubt very much the wisdm of the policy of attempting to subdue that spirit by the force of law. It is now noiversally admitted that oppression from the Governing body is invariably succeeded by the increse of power of the people. Lord mayo's Government is the latest exemplification of the truth. Lord Mayo came here, with a determination to have his own way and in all his measures he never consulted the wishes of the people he came to govern, the result has been a unity amongst the people, a union with Zemindars and Ryots, *Natives and Europeans*, the select committee, the increase of Newspapers and England-going Natives. When we think on these results, we freely forgive Lord Mayo's Government for all the arbitrary measures carried out in spite of the opposition of the whole people. It is said Raja Dukhina Runjon purposes to go to England to give his evidence before the select committee, a little more of oppression and we doubt not many Rajas will follow the steps of the Oude Talookdar. The emancipation of Indigo ryots is another instance. If the planters had oppressed a little less, they might have continued to this day as powerful and as strong in numbers as before. Nevertheless we do not like oppression. We do not like it because it leaves a bad impression behind. Planters were defeated still their names even now bring a curse from the liberated ryots. If the Planters had of their own accord given this liberty they might have continued not only as prosperous but secured the good wishes of the people. If the select committee now succeeds in restoring the financial equilibrium of the Empire, it will not free the Government of Lord Mayo from its bad name. We have no desire to defeat the government party to secure our rights, what we wish to see is a harmony of feelings between the the governed and governors. Now our Lieutenant Governor's proposal if carried out will destroy the little sympathy that now exists between the people and the government officials. On the introduction of the proposed measure a struggle will commence which will if it does not always prove profitable to the people will never increase the popularity of the British Government. Magistrates must be always with the people and never against them and the people must always help the Magistrate. This is the natural state of things why should Government continue by its arbitrary measures to keep them alway at loggerheads with each other we do not know.

আবকারি।

রয়াল বেঙ্গালের গ্রন্থ কর্ত্তার মতে এদেশে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে। আমাদের দেশে কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও এ মতের অনুমোদন করিয়া থাকেন কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ইহার বিপরীত। মদ্যের প্রাদুর্ভাব সামান্য শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর কমিয়াছে। মদ্যের শুল্ক বৃদ্ধি ও পূর্ব্বের ন্যায় যেখানে সেখানে মদ্য চোয়ানের প্রথা রহিত হওয়া ইহার প্রধান কারণ। কৃষি জীবীরা প্রায়ই মিতব্যয়ী। দৈনিক পরিশ্রমিগণ প্রায়ই মদ্য পান করিত। কিন্তু দেশে কৃষি কার্য্যের সুবিধা হওয়াতে দৈনিক পরিশ্রমিরা এক্ষণ অনেকে কৃষাণ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও গবর্ণমেণ্টের আবগারি আয় দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর আবগারি হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর প্রায় এক লক্ষের কম রাজস্ব আদায় হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎর বিস্তর আয়ের বৃদ্ধি দেখাযায় গত বৎসর নওগা, শিবসাগর, পূর্ণিয়া, মামান সিং, রাজ মহল, চব্বিশ পরগণা, রাজসাহী, মেদীনীপুর, পূরী প্রভৃতি অনেক গুলি জেলায় মদ্যের কাটিত বেশী হইয়াছে। বোড অব রেবিনিউয়ের মতে লোকের অবস্থা কিছু ভাল হওয়াতে, এ সমুদয় জেলায় মদ্যের বেশি কাটিত হইয়াছে এবং কোথায় কোথায় কুলির আমদানি ও আবগারির কর্ত্তৃপক্ষ গণের তত্ত্বকেও উহার বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোন কোন জেলায় গত বৎসর অপেক্ষ কম মদ্য বিক্রয় হইয়াছে। হুগলী, বর্দ্ধমানে গত বৎসর যেরূপ মহামারী হয়, তাহাতে সেখানে লোকের পক্ষে মদ্য পান করা অসম্ভব ছিল। যশোহরে ঝটিকার দ্বারা লোকের বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া নাকি লো-

লোক আসিয়া আপনারা ধিনা বেতনে জ্ঞানবান করিয়া থাকে।

প্রাতঃকালে স্থানে২ লোকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গান করিতে থাকে রাত্রি কালে ভিক্ষারীরা রুটি পায়।

এ অঞ্চলে রামের উপর বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। হনুমানকে মহাবীর কহে। নিম্ন লিখিত নাম গুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন রামের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

জয় রাম মকুন্দ রাম জয় জয় রাম দয়ারাম পরস রাম শিবরাম ভক্ত রাম মনুক রাম বেলি রাম সুরাপ রাম বলারাম রূপ রাম গোবিন্দ রাম রাধা রাম গঙ্গা রাম সীতা রাম ভবানী রাম মিটু রাম বসন্ত রাম কানাই রাম হরে রাম মণি রাম শ্রীরাম সুধা রাম কাশী রাম অনন্ত রাম গোপী রাম দিলবা রাম মতি রাম সুবা রাম বংশীরাম টিনক রাম মুজি রাম দেশ রাম গটলি রাম শ্রদ্ধা রাম হরি রাম মেলা রাম ভোলা রাম চরত রাম রাঘোব রাম দৌলাত রাম শান্ত রাম বালক রাম কান্ত রাম কৃপা রাম।

মহাশয়।

ধর্ম্মাধিকরণ হইতে বঙ্গ ভাষাতে বিচার পতিগণ যে সকল অনুজ্ঞা পত্র অর্থাৎ সমন, সফিনা এবং ওরেণ্ট, সাক্ষী, অর্থী, প্রত্যর্থ, অথবা আসামি ফরিয়াদি গণের উপরে বঙ্গ ভাষাতে প্রচার করেন, সে সকল মধ্যে অপমান সুচক বাক্য থাকিলে আমাদের মনে তাদৃক ক্লেশ জন্মে না। কিন্তু চ্যাংযান, ব্যাংযান, খলিসা বলেন আমিও যাইব এইটি বড় দুঃখের বিষয়। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, গোহাটি নগরস্থ কোন ধনী, মানী, সদ্বিদ্যান এবং প্রধান রাজ কর্ম্ম চারি, এক জন ভদ্র ব্যক্তির উপরে নগরের মিউনিসিপাল কমিশনর এক খানি পরওনা জারি করিয়াছেন অবিকল নকল প্রকাশ করি। যথা।

শ্রীযুত চ্যরমেন সাহেবের আজ্ঞা

—কর্ম্মচারী প্রতি আগে—

এহার দ্বারা জ্ঞাত করাণ যাইতেছে তোমার পাট্টার জমীতে যে পুস্করণী আছে তাহার চৌপাশ্বে ও উপরে ও বাগীচা ও ঘর তৈয়ারি আদি অনেক জঙ্গল আছে অতএব তুমি অদ্য ১২ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্কার করিবা নতুবা মিউনিসিপল আইন উল্লংঘিত বিষয় বিহিত হুকুম দেওয়া যাইবেক।

সম্পাদক মহাশয়, আমি চেয়ার ম্যান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি ভদ্র লোকের উপর কি এই রূপ অপমান সুচক ভাষাতে পরয়ানা জারি করা উচিত। কালার উপর যে ব্যবহার করা হইতেছে সাহেব লোকের উপর সেই রূপ ভাষাতে পত্র লিখা হয় না কেন? যদি বলেন তিনি সাহেব বাঙ্গলা জানেন না, আমলায় কি লিখে বলিতে পারেন না। কেন? কমিশনর দল মধ্যে যে কয়েক জন দেশীয় লোক আছেন তাঁহারা কি কর্ম্মচারিকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতে পারেন না? আমি যে কেবল ভাষার প্রতিবাদ করি, তাহা নহে কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধেও কিঞ্চিত বক্তব্য আছে। এক ব্যক্তি সীমানাস্থ পুকুরের উপর সাহেবের এত নজর পড়িল, সরকারি সড়কের নর্দ্দামা গুলিন কি চক্ষে দেখেন না? কমিশনররা বলুন দেখি সহরের সদর দুইটি সড়ক ব্যতীত কোন সডকটি পরিস্কার আছে। কোন সড়কে কত মজুর কর্ম্ম করে। নুতন নিয়মে যে কর নিদ্ধারিত হইতেছে তাহাতে প্রজার উপর সমান বিবেচনা হইতেছে ত? এ বিষয় আগামি সপ্তাহে আরও লিখার বাসনা থাকিল।

গৌহাটির কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর যাদব লাল সেনকে সরকারি তহবিল তসরূপাত এবং বহিতে মিথ্যা লিখা দোষে জেলার ডিপুটি কমিশনর মেজর ল্যাম্ব শেশনে অর্পণ করিয়াছেন। আফিশ তদন্তে প্রকাশ যে যাদব গত নবেম্বর মাস হইতে কথিত দোষ করিয়া আসিতেছে কিন্তু এপ্রেল মাসে ধরা পড়ে। আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপ্রেনটেনডেণ্ট-কের প্রতি সপ্তাহে কোর্টের বহি গুলিন বিশেষতঃ ফাইন বুক, তদন্ত এবং স্বাক্ষর করিতে হয়। এ জেলাতে কিসে নিয়ম প্রচলিত নাই নাকি? যদি আছে তবে এত দিন আপিশর দুয়ের চক্ষে যাদব কি প্রকারে ধুলা দিয়া আসিতেছিল। কি আশ্চর্য্য! হাকিম দুইটি একবার জানয়ারি এবং একবার মাচ্চ মাসে বার্ষিক রিপোর্ট অর্থাত সাল তামামি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তখনও চক্ষু মেলিয়া যাদবি কার্য্য দেখিতে পান নাই বরং যাদব বাবুর সুখ্যাতি লিখা হইয়াছে। কেন এরূপ ঘটনা হইল তাহার কি তদন্ত হইবে না? এতদ্বেতিত, কোর্টের কার্য্যের সহিত একটিং তজ্জমানবিসি এবং একটিং কালেক্টরির সেরেস্তাদারি ও যাদবকে করিতে হইত। শেষোক্ত কার্য্যে যাদবকে পাকা নিযুক্তির জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি রিপোর্ট কমিশনর সমীপে প্রেরণ হইয়াছিল। হটাৎ যাদবের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল আমরা জিজ্ঞাসা করি, এক ব্যক্তির উপর তিনটি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করা কেন হইয়াছিল? এটি কার দোষ বলিয়া গণ্য হইবে।

আবকারির দারগাকে শেশনে অর্পণ করা হইয়াছে। এ ব্যক্তি রম ডিষ্টেলরির অধ্যক্ষ সাহেব দুইতে বৎসর ভরিয়া যত কর আদায় করিয়াছে তাহার কিয়দংশ ট্রেজুরিতে দাখিল করিয়া বক্রী আত্মসাত করিয়াছিল। কলেক্টরের একাউনটেণ্ট, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারি কি হাকিম কাহার শৈথিল্যতা দোষে একার্য্যটি এত গৌণে ধরা পড়িল সে বিষয় কি কোন তদন্ত হইবে না? ল্যাম্ব সাহেবের বিচার বর্ণণা করিলে এক ক্ষুদ্র রামায়ণ হইয়া উঠে। ভুত পুর্ব্ব সবডিনেট জজ কাফি কেফাইত উল্লা খাঁ বাহাদুরের জেষ্ঠ পুত্র হাফেজ সিএতা দাঙ্গার মোকদ্দমায় চালান দিবার পর ডিপুটি কমিশনারের আদালতে আত্ম সমর্থণ জন্য ওকালত নামা দেন। ডিপুটি ল্যাম্ব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বোধ হয় ফৌজদারি কার্য্য বিধির ৪৩২ ধারা সাহেবের ভুলে মুখস্ত করা হয় নাই। হাফেজ শেশনে অর্পণ হইলেন। এ মোকদ্দমা ঘটিত দীর্ঘ প্রস্তাব শেসনের হুকুম অন্তে বক্তব্য।

ল্যাম্ব সাহেবের বিশেষ গুণ এই। মোকদ্দমার হুকুম কি রায় পাঠের সময়, উকীল গণকে বসিয়া থাকিতে দেন না। গড়ুর পক্ষীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। সে দিবস এক জন এম, এ, বি, এল উকীল, সাহেব কপোল কল্পিত এই নিয়মের অন্যথা বসিয়া থাকিতে২, বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে খাড়া করিতে হইয়াছিল। আমরা অতিশয় আহ্লাদিত আছি। যে ৪৫ আইনের ২২৮ ধারাতে উকীল ভায়াকে পতিত হইতে হয় নাই। হইলে ইউনিবসিটি গর্ব্ব এবং পদ একবারে চুর্ণ বিচুর্ণিত হইত হয় যে না এই আশ্চর্য্য। ভরতচন্দ্র লিখিয়াছেন পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।

১৮৭১। গৌহাটি
আসাম।

সাহিত্যিক।

নীতি বোধ নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বালকেরা পড়িয়া থাকে তাহাতে কতক গুলি উত্তম উত্তম গল্প আছে, কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত ঘটনা সমুদায় বিদেশে হয়। এদেশে ঐ রূপ সমুদায় যত ঘটনা হয় তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের নীতি বোধের ন্যায় পুস্তক লিখিতে আর ইংরাজি পুস্তকের সাহায্য লইতে হয় না। প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের একটি চমৎকার গল্প নীতি বোধে লিখিত আছে। এক ব্যক্তির কারখানার মধ্যে এক স্থানে খানিক বারুদ ঢালা ছিল। একটি চাকরাণী রাত্রে কোন কর্ম্মোপলক্ষে সেই ঘরে একটি বাতি লইয়া যায়, কিন্তু প্রত্যাগমন কালীন তাহার হাতে বাতি না থাকায় কারখানার স্বামী তাহাকে বাতি কি হইল জিজ্ঞাসা করেন। চাকরাণী বলিল যে সে ঐ ঘরে যে কাল কতকটি কিসের বীজ আছে তাহার উপর বাতি বসাইয়া কার্য্য করিতেছিল আসিবার সময় বিস্মৃতি ক্রমে উহা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে। গৃহ স্বামী দেখিলেন যে যদি তিনি তখন পলায়ন করেন তবে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব যায়, অতএব সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই ঘরে যাইয়া বাতিটি লইয়া আসিলেন! প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের এ একটি চমৎকার উদাহরণ তাহার সন্দেহ নাই, আমরা ঐ সম্বন্ধে একটি সত্য গল্প করিতেছি পাঠক দেখিবেন এটিও বড় কম আশ্চর্য্য নয়।

——গ্রামে দুই ভাই বাস করেন, দুই ভাইয়ে বড় সম্প্রীতি। উভয়েরই প্রৌঢ় অবস্থা ছাড়াইয়া বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছেন। অবস্থা তত ভাল নয় বলিয়া খড়ের ঘরে বাস করেন। এক দিবস অন্ধকার রাত্রে দুই ভাই ঘরের পীড়ার উপর বসিয়া আছেন ছোট ভাই তামাক খাইতেছেন ও ওখানে যে এক খানা খাট ছিল তাহার উপর জ্যেষ্ঠ বালিস হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে তাহাতে পীড়ায় অল্প২ আলো হইয়াছে। ছোট ভাই পা মেলাইয়া এক খানি পিড়ি হেলান দিয়া বসিয়া আছেন এমন সময় দেখেন কি যে তাঁহার পায়ে শিতল কি ঠেকিল। তাকাইয়া দেখেন যে একটি গোখুরা সর্প তাঁহার পা বাহিয়া উঠিতেছে। উহা দেখিয়াই তিনি ভাবিলেন যে কোন প্রকার শব্দ কি হস্ত পদ চালন করিলেই নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি নড়িলেন না, নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া মরার ন্যায় বসিয়া থাকিলেন। সাপটি তাঁহার পা বাহিয়া এক দিক হইতে আর এক দিকে চলিয়া গেল। যখন এক হাত দুরে গেল তখনও তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন যে সর্প অধিক দূরে গিয়াছে তখন উঠিয়া আর একটুকু অন্তরে যাইয়া জ্যেষ্ঠের নিকট এই বৃত্তান্তটি বলিলেন। কুসংস্কারের নিমিত্ত সে সর্পটি আর বধ করা হইল না।

বিজ্ঞাপন।

THE AMENDED CODE OF CRIMINAL PROCEDUR
BEING ACT XXV OF 1861
AS MODIFIED BY ACT VIII OF 1869.

with upwards of 350 Rulings and Circulars the High Court, Government Orders, explanatory notes and references &c.

PRICE Rs. 6 SIX. CASH. (*Postage free*)

May be had on application accompanied by a mittance to Babu Peary Churn Sircar.

Babú Bunco Bihari Mitter,
No. 82, Sitaram Ghose's Street.
Manager Sanscrit Press Depositary
No. 24 Sukea's treet.
CALCUTTA.

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামতব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট "সর্পাঘাত' পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন মুল্য সমেত ডাক মাস্থুল ।৵

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

SCHOOL OF HINDU MUSIC.

কলিকাতা যোড়া সাঁকো নামক স্থানে একটী সঙ্গীত শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। স্বায়ংকালে ৬ হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইবে। শিক্ষার্থি দিগকে মাসিক ১ টাকা বেতন দিতে হইবে। অভিভাবকের অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে অল্প বয়স্ক বালকদিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করা হইবে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহাশয় শিক্ষার তত্ত্বাবধারন ও মধ্যে মধ্যে উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু উদয় চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় অধ্যাপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই বিদ্যালয়ে উপপত্তিক (Theor:tical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) সঙ্গীতের শিক্ষা দান করা হইবে। শিক্ষার্থীরা আগামি ৬ই জুলাই তারিখের পুর্ব্বে আমার নিকট পত্র লিখিলে বাধিত হইব।

২২ জুন ১৮৭৮ নং ৩
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননেরলেন
নারিকেলডাঙ্গা কলিকাতা
} শ্রী হরমোহন ভট্টাচার্য্য

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি
কর্ত্তৃকনূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫ খা একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হস্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

ক

কাল অথবা সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন য রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম গহনা আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পূরের বাসা নিকট আমার দোকানে আডর দিলে আমি ন্যায মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব॥

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি

মৎ প্রণীত " ভুগোল বিদ্যাসার " নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন প্রথিবীস্থ তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেপারে॥

মূল্য ৶৵ আনা মাত্র।

ভবানিপুর জগুবাবুর বাজার
সুলতান মিস্ত্রীর বাটিক
} শ্রীরজনী কান্ত ঘোষ

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক॥ জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় অবলম্বিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল ।একআনা কেহ নগদ ৫টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচ   অমৃতবাজার

শ্রীমদ্ভাগবত

বেদব্যাস প্রণীত। পাইকা বঙ্গাক্ষরে প্রথম মুল তন্নিম্নে শ্রীধর স্বামী কৃত টিকা, তন্নিম্নে ভাষা প্রতিমাসে আশি পৃষ্ঠায় দশফর্ম্মায় আরম্ভ হইছে। মূল্য অগ্রিম ৬ টাকা ডাক মাশুল বার আনা আমার বা যন্ত্রাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিবে ইব ইতি।

বহরম পুর
সত্যরত্ন যন্ত্র
} রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়েছে। মুল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

এইপত্রিকারবাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেম সুকুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ. বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবুদীন নাথ সেন, গোহাটী

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিবনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যান্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রতি সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
যান্মাসিক	৪৷৷০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এইপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও তদধিক বার	/

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রাকাশিত হয়।